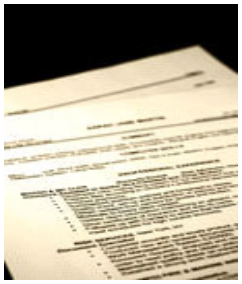

প্রবাসে চাকরি সমস্যা - ২

আরিফুর রহমান খাদেম

(ভাল চাকরি পেতে বায়োডাটার মান বাড়াতে হবে)

আমি যেদিন অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছি এর ঠিক দ্বিতীয় দিনই অন্যান্যদের মতোই জব সার্চ শুরু করি। তখন এখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যা কম থাকায় চাকরির ব্যাপারে কারো কাছ থেকে তেমন কোনো গাইড লাইন পেলাম না। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তখন মনে হয়েছিল, যে কোনো ধরনের কাজ হলেই আমি খুশি। তবে আমার মনে মনে আগে থেকেই একটা দৃঢ় সংকল্প ছিল, যেভাবেই হোক আমাকে আমার নিজ প্রফেশনে কাজ করতে হবে। ভাল চাকরির প্রশ্নটা যখনই আসল তখন যে জিনিসটা প্রথম দরকার তা হচ্ছে 'রেজিউমেই' বা রেজুমেই (Resume), যা আমাদের দেশে 'বায়োডাটা' (Biodata) নামে বেশি পরিচিত। তবে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় CV (Curriculum Vitae) শব্দটিও বেশ পরিচিত। Resume শব্দটা বাংলায় লিখা যতটা সহজ উচ্চারণ (pronunciation) করা কিন্তু ততটা সহজ নয়। কারন উচ্চারণ করতে হবে বেশ দ্রততার সাথে।

বায়োডাটা বলতে আমরা সাধারণত একজন আবেদনকারীর নাম, তার পিতার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা, জন্মস্থান, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, ফোন নাম্বার (যদি থাকে), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতাকেই বুঝি। আবার কেউ কেউ বায়োডাটাতে মাতার নাম, ভাই বা বোনের নাম এবং তাদের প্রফেশন, চাচা বা মামার নাম, পিতা এবং মাতার প্রফেশন, এমনকি কারো মামা, দুলাভাই, শশুর, দাদা বা নানা যদি দেশের কোনো প্রভাবশালী বা বিত্তবান ব্যক্তি হয়ে থাকেন সেটাও উল্লেখ করতে কার্পণ্য বোধ করে না। ওই তথ্যগুলো আমাদের দেশে বিয়ে শাদিতে কাজে লাগলেও, উন্নত দেশের চাকরির বাজারে মোটেও কাজে আসেনা। অপরদিকে, উন্নতবিশ্বে রেজিউমেতে দেয়া তথ্যগুলোর মধ্যে বেশ তফাৎ রয়েছে। রেজিউমেতে পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা, জন্মস্থান, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদির কোনোটাই আসে না। এমনকি বয়স অন্তর্ভূক্তিও ঐচ্ছিক। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে রেজিউমেতে কী কী অন্তর্ভূক্ত করা দরকার ? রেজিউমেই সাধারণত নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং সখকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ তথ্যগুলো যে যতো সুন্দর এবং সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে পারবে তার ইন্টারভিউর জন্য কল আসার সম্ভাবনাও ততো বেশি থাকবে।

কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে আসা কেউ কেউ আমাকে তাদের CV দেখিয়েছিল। তখনও দেখলাম প্রয়োজনীয় তথ্যের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় তথ্যই বেশি। আমাদের দেশে এ তথ্যগুলোর বেশ কদর থাকলেও ইয়োরোপ, আমেরিকা, কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশে নেই। রেফারেন্স ছাড়া অন্য যে কোনো তথ্যই সরাসরি নিজেকে নিয়ে লিখতে হবে। কেউ কেউ আবার বায়োডাটায় নিজের ছবিও অন্তর্ভূক্ত করে, যা employer-এর নিকট বিরক্তির কারন ছাড়া আর কিছুই না। ছবির প্রশ্ন তখনই আসবে যখন আবেদনকারী একজন অভিনেতা/অভিনেত্রী বা মডেল হওয়ার জন্য আবেদন করবে। কারন সেক্ষেত্রে তার যোগ্যতা এবং দক্ষতার পাশাপাশি ফেস ভ্যালুরও প্রয়োজন আছে।

একটি সুন্দর রেজিউমেতে যে তথ্যগুলো সারিবদ্ধভাবে উল্লেখ করা দরকার সেগুলো হচ্ছেঃ Full Name, Address, Phone Number (Home, Work ও Mobile), Email Address, Educational Qualifications (কোর্সের নাম, পাসের বছর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং অবস্থান, এবং সম্ভব হলে gradeও উল্লেখ করা যেতে পারে)। Achievements (আমি এ

পর্যন্ত শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কি অর্জন করলাম), Skills এবং Knowledge (কোন কোন ক্ষেত্রে আমার দক্ষতা ও জ্ঞান আছে এবং সেগুলো কী কী, যেমনঃ Demonstrated project management skills and administrative processes. Possess very sound understanding of general computer software. Gained skills in teaching Accounting, Marketing and Management. Possess very strong typing skills, i.e. around 60 wpm correctly. Demonstrated interpersonal, oral and written communications skills) ইত্যাদি।

তারপর, Computer Skills (কম্পিউটারের বিভিন্ন সফটওয়্যারের দক্ষতা, যেমনঃ Microsoft Word, Excel, Access, MYOB etc.), Employment History (বিভিন্ন জায়গায় কোন পদে কতদিন এবং কোথায় কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সেগুলোর সুন্দর উপস্থাপন), Hobbies ও Interests (সংক্ষেপে নিজের সখ এবং ইচ্ছার কথা বলা যেতে পারে, যেমনঃ sports, music, gardening, reading, travelling and computer) এবং সবশেষে Reference উল্লেখ করা যেতে পারে। (কমপক্ষে দুজন Referee-র full-name- এদের একজন current অথবা most recent supervisor/manager হতে হবে, position title- যে পদে কাজ করছে, company's name এবং phone number, সম্ভব হলে email addressও উল্লেখ করা যেতে পারে)। Referee-র ডিটেল্স CVতে আবেদনপত্রের সাথে দিতে না চাইলে (will be provided upon request) লেখা যেতে পারে। সব মিলিয়ে একটি রেজিউমের পরিধি ৩ থেকে ৫ পৃষ্ঠার উর্দ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না।

আরও দু-একটি বিষয়ে মনযোগী হতে হবে। প্রথমত, CVতে যতটুকু সম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা উচিত। প্রতিটি পয়েন্ট highlight/bold করলে resume দেখতে সুন্দর দেখায়। তাছাড়া প্রতিটি পয়েন্ট স্পেস দিয়ে পেরা আকারে করলেও সহজেই employer-এর দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম। সবশেষে, spelling check করে পুরো CV আরও এক-দুইবার পড়া উচিত। কিছু কিছু আবেদনকারী বায়োডাটার পেছনে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করা সত্ত্বেও পরিশেষে এ সামান্য দু-একটি ভুল করে বায়োডাটা জমা দেয়। কিন্তু সে যদি spelling check করে পুরো CV আরও এক-দুইবার পড়তো, হয়তো আরও কিছু spelling এবং formatting mistakes চোখে পড়তো।

আমিও প্রথম প্রথম তথাকথিত স্টাইলে বায়োডাটা বানিয়ে সিডনির বিভিন্ন কোম্পানি এবং জব এজেন্সিতে জমা দেয়া শুরু করি, কিন্তু একটিমাত্র সাড়াও পাইনি। তখন ভাবলাম অষ্ট্রেলিয়ায় চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকাই বুঝি এর জন্য দায়ী। দিনের পর দিন পর ভুল থেকে বুঝতে পারলাম বায়োডাটায় কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা উচিত আর কি উচিত নয়। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ফলাফল পেতে শুরু করলাম। রেজিউমের মান যতোই বাড়তে থাকল রেসপন্সের মাত্রাও ততোই বাড়তে লাগল। আর এভাবেই একদিন পেয়ে গেলাম মনের মতো একটি চাকরি।

শুধু বিদেশেই নয়, বাংলাদেশেও আজকাল বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পনিতে বা বিদেশি কোম্পনিতে চাকরির জন্য আবেদন করতে resumeর মান বাড়াতে হয়। আমাদের প্রত্যেককেই মনে রাখা উচিত যে দুনিয়া এখন বেশ competitive (প্রতিযোগিতামূলক), এবং এ competitionএ টিকে থাকতে হলে প্রত্যেকেরই দরকার আরও একটু সচেতনতা ও অধ্যবসায়, যার দ্বারা আমরা একদিন সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো ।

arifurk2004@yahoo.com.au